শিক্ষাদানের মূলনীতি

ইউনিট ১

ভূমিকা

আদিকাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মানব সমাজে শেখা ও শেখানোর কাজ অব্যাহত রয়েছে। এ শেখা ও শেখানোর কাজটি অব্যাহত থাকলেও তাতে কৌশলগত পরিবর্তন ঘটেছে। সেই সঙ্গে শিক্ষণীয় বস্তুর পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষ দুইই ঘটেছে। জ্ঞানের জগতের পরিসর বেড়েছে মানুষের জ্ঞান সাধনার বলেই। বস্তুত মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা মানুষের জ্ঞান সাধনার ফলেই সম্ভব হয়েছে। এক পুরুষের জ্ঞান ও দক্ষতার পুঁজি সঞ্চারিত হয়েছে অন্য পুরুষে আর এ ভাবেই পুরুষানুক্রমে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মানুষ তার অবদান রেখেছে।

শিক্ষা মানব সভ্যতার ক্রমান্বিত অগ্রযাত্রার পথ নির্মাণ করেছে। শিক্ষার ভিত রচনায় দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিশেষ অবদান রেখেছে। এ কারণেই শিক্ষককে শিক্ষা সম্পর্কিত পরিস্পূর্ণ ধারণা লাভে শিক্ষার দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক, সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

উপরের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমত আমাদের জানতে হবে শিক্ষার কাজে দর্শনের বিবেচ্যগুলো কি হতে পারে। এগুলো হচ্ছে ঃ

- শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি ?
- শিক্ষার স্বরূপ কি ?
- শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কাজ কি ?

অনুরূপভাবে, মনোবিজ্ঞান শিক্ষার কাজে নানাভাবে সাহায্য করছে। এর বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

- শিক্ষার্থীর বর্ধন ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য কি ?
- তার বিভিন্নমুখী চাহিদাগুলো মেটানোর কাজে কি ও কিভাবে সহায়তা দান করা যায় ?

অন্যদিকে শিক্ষার কাজে সমাজবিজ্ঞানের বিবেচ্যগুলো হচেছ ঃ

- ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক কি ?
- ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদাগুলো কিভাবে সমন্বিত করা যায় ?
- সমাজের অগ্রযাত্রায় শিক্ষা কি ভূমিকা রাখছে ?

বর্তমান ইউনিটকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি পাঠে ভাগ করে নেব। এগুলো হচ্ছে ঃ

পাঠ - ১ শিক্ষাদানের দার্শনিক ভিত্তি
পাঠ - ২ শিক্ষাদানের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি
পাঠ - ৩ শিক্ষাদানের সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

পাঠ ১

শিক্ষাদানের দার্শনিক ভিত্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ শিক্ষা ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ❑ বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন ও তাদের নির্দেশিত পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যাদান করতে পারবেন।

ক্ষা ও দর্শন

শিক্ষা ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রথমেই আমাদের ভাবতে হবে ঃ

- শিক্ষা কি ?
- দর্শন শিক্ষার কাজে কি অবদান রাখছে ?
- শিক্ষাদর্শন থেকে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্জন ও শিক্ষাদানে কি নির্দেশনা পেয়ে থাকেন ?

শিক্ষা একটি লক্ষ্যমুখী মানবীয় প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানুষকে ক্রমাগত তার পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হচ্ছে এবং এর ফলে তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটেছে। সে নবতর জ্ঞান, দক্ষতা ও জীবনদৃষ্টি অর্জন করছে।

র্শনের গতিময় দিক

অন্যদিকে, দর্শনের গতিময় (Dynamic) দিক হল শিক্ষা। জীবন কেমন হওয়া উচিত, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সে ব্যাখ্যা দেন দার্শনিকেরা, আর জীবনকে সেই অনুযায়ী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয় শিক্ষার মাধ্যমে। প্রকৃত দার্শনিক যিনি তিনি জীবন ও জগতের কল্যাণ কামনা করেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কোন ধারায় শিক্ষিত করে তুললে জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধিত হবে এ তাঁদের চিন্তার এক প্রধান অংশ। তাই দেখা যায়, সমস্ত শিক্ষা আন্দোলনই কোন না কোন দর্শনের প্রভাবে সূচিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য নির্ধারণে দর্শন

আমরা আগেই বলেছি, শিক্ষা দেওয়ার অর্থ কোন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা, তার আচরণে পরিবর্তন আনা। এই পরিবর্তন লক্ষ্যবিহীন হলে আমরা তাকে শিক্ষা বলব না। এই পরিবর্তনকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাভিমুখী হতেই হবে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের কাজটি করে দর্শন। যে দর্শনের প্রভাবে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটি গড়ে উঠে, লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতিও নির্ধারিত হয় সেই দর্শনের প্রভাবে। প্রকৃতপক্ষে, কোন ব্যক্তি যখন জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা ও আদর্শ অপরকে গ্রহণ করাতে চেষ্টা করেন তখনই বলতে পারি তিনি তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিক্ষাদানের কাজটি প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে দার্শনিক মূলনীতি বা মতবাদের উপর।

প্রথম সিমেস্টারে শিক্ষনীতি অংশে আপনারা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে জেনেছেন। এখানে আমরা শুধু সেই সব মতবাদে নির্দেশিত শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ভাববাদ

র উৎকর্ষ সাধনই ক্ষার আদর্শ

শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণে আমরা যে মতবাদটি সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ভাববাদ। ভাববাদকে কোন একটি সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তবে গভীর তত্ত্ব বিশ্লেষণে না গিয়ে ভাববাদকে আমরা একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বলতে পরি। ভাববাদীদের মূল কথা হল, মন বা আধ্যাত্তিক শক্তি জড়বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি সত্য ও মূল্যবান। পরমাত্মিক সত্তাও বিশাল এক মন এবং মানব মন সেই মনের আদলেই তৈরি। কাজেই শিক্ষার সবচেয়ে বড় আদর্শ হল মানব

ব্যক্তিত্বের গৌরব ঘোষণা এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে তাকে জাগিয়ে তোলা এবং বাস্তবে তার রূপায়ণ। সুতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন হবে যার সহায়তায় এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হয় এবং এমন ভাবে শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বিধান করা হয় যাতে শেখার ক্ষেত্রে নিজে চেষ্টা ও অনুশীলন করে। এ ছাড়া বই পড়ানো এবং মুখস্থ করানোর কাজটিও তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক।

শিক্ষার্থীর চিন্তনের উৎকর্ষ সাধন

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে ভাববাদ শিক্ষার্জনে ও শিক্ষাদানে নিচের কৌশলগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে ঃ

- আলোচনা
- সযত্ন প্রচেষ্টা ও অনুশীলন
- মুখস্থ করা

বাস্তববাদ

বাস্ ববাদীদের মতে বস্তু মায়া বা ছায়া নয়, বস্তু বাস্তব, বস্তুর প্রকৃত সত্তা রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে বস্তুময় জগৎ, সে জগতই প্রকৃত সত্যের জগৎ। তাঁরা বলেন, জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অর্জিত হয়। যা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নয় তাকে ধারণা করা যায় না। কাজেই শিক্ষার মূল কথা হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ। অর্থাৎ শুধু পুঁথি পাঠ নয়, শিক্ষার্থীর বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা উচিত। শুধু আলোচনা শুনে নয় বরং বাস্তব বস্তু প্রত্যক্ষ করেই

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ

শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে তাঁর সমস্ত কিছুই ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। বাস্তব বিষয় পর্যবেক্ষণ করানো এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো এঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। বাস্তববাদী দর্শনের নিরিখে আমরা শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি এভাবে চিহ্নিত করতে পারি ঃ

- বাস্তব বস্তু প্রত্যক্ষণ
- পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ
- ব্যবহারিক কাজ

প্রকৃতিবাদ

প্রকৃতিবাদীদের মতে প্রাকৃতিক নিয়মনীতির অনুসরণেই বিশ্বসংসার চলছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মনীতি লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়, কল্যাণকর নয়। প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদেরা মনে করেন, শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুর স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষা পুস্তক বা বিদ্যালয়, শিক্ষাক্রম ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল না হয়ে শিক্ষার্থীর নিজস্ব জীবনধারা অনুসরণ করবে। অর্থাৎ শিশুর জন্য এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে তার স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব। শেকার কাজে শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দানের কথাই জোর দিয়ে বলেন প্রকৃতিবাদীরা।

শিশু তার স্বভাবানুযায়ী শিক্ষা লাভ করবে

কাউকে কিছু শেখানো সম্ভব বলে প্রকৃতিবাদীরা বিশ্বাস করেন না। এঁদের মতে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান কার্যের কোন প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা নেই। শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সুতরাং শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদীরা শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির ওপর জোর দিয়ে থাকেন। শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি

- নিজেকে নিজের মতো শেখা বা স্বেচ্ছায় শিক্ষাগ্রহণ
- বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা

প্রয়োগবাদ

প্রয়োগবাদীদের মতে আদর্শ বা মূল্য স্থায়ী নয়, পরিবর্তনশীল; এর কোন পূর্ব অস্তিত্ব নেই। আদর্শের সৃষ্টি হয় পরিবেশের সঙ্গে মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে। তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সার্থক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে চান। মূল্যবোধ তখনই সার্থক হবে যখন সে মূল্যবোধ জীবনের জন্য কার্যকর সুফল আনবে। যে মূল্যবোধ বা জীবনদর্শন বা জ্ঞান জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের কাজে লাগে না তার কোন মূল্য নেই। শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁদের মতে শিক্ষা হবে প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে। তাঁরা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। পরবর্তী ইউনিটে আপনারা কার্যসমস্যা পদ্ধতি সম্পর্কে জানবেন। এই পদ্ধতি প্রয়োগবাদীদের অবদান। প্রয়োগবাদীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কোন বিষয় মেনে নেন না। তাই শিক্ষাদানের কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিকেই তাঁরা বেশি ব্যবহার করেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রয়োগবাদ নিচের শিক্ষাদানগুলোর ওপর জোর দিয়ে থাকে ঃ

র্থীর লব্ধজ্ঞান তার
জীবনের সমস্যা
ন সাহায্য করবে।

- কাজের মধ্য দিয়ে শেখা
- পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেখা
- শিখনকে কাজে লাগানো

আমরা এতোক্ষণ বিভিন্ন দর্শন নির্দেশিত শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই শিক্ষাদান কাজটি কখনই কোন একটি বিশেষ দর্শনের প্রভাবে পরিচালিত হয়নি। পরিবেশ ও পরিস্থিতির পটভূমিতে সব সময়ই প্রয়োজন হয়েছে সমন্বয়ের। সুতরাং একজন শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান কাজে কোন দর্শনের নীতিমালাকে প্রাধান্য দেবেন তা নির্ভর করে তাঁর পরিবেশ ও জীবন দর্শনের উপর। তবে বিভিন্ন দর্শনের চিন্তাধারা সম্পকে জ্ঞান তাঁর চিন্তাকে উজ্জীবিত করে, পরিশীলিত করে।

শিক্ষার্থীর চিন্তনকে
জীবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে -
   ক. দর্শন তাত্ত্বিক ও শিক্ষা ব্যবহারিক
   খ. দর্শন অবাস্তব ও শিক্ষা বাস্তব
   গ. শিক্ষার সাথে দর্শনের সম্পর্ক নেই
   ঘ. দর্শন ব্যবহারিক ও শিক্ষা তাত্ত্বিক

২. ভাববাদী দার্শনিকেরা কোন পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষপাতী ?
   ক. আলোচনা
   খ. পরীক্ষা নিরীক্ষা
   গ. বাস্তব পর্যবেক্ষণ
   ঘ. নির্দেশ না দেয়া

৩. বাস্তবাবদীদের মতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি কি হওয়া উচিত ?
   ক. আলোচনা
   খ. চিন্তন
   গ. বাস্তব পর্যবেক্ষণ
   ঘ. প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

৪. প্রকৃতিবাদীদের মতে শিক্ষাদান পদ্ধতির ভিত্তি কি হবে ?
   ক. আলোচনা
   খ. পরীক্ষা নিরীক্ষা
   গ. বাস্তব পর্যবেক্ষণ
   ঘ. প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

৫. প্রয়োগবাদীদের মতে শিক্ষাদান পদ্ধতির ভিত্তি কি হবে ?
   ক. আলোচনা
   খ. পরীক্ষা নিরীক্ষা
   গ. বাস্তব পর্যবেক্ষণ
   ঘ. প্রত্যক্ষণ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভাববাদীরা কি কি শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সমর্থন করে ?

২. প্রকৃতিবাদ কি ? প্রকৃতিবাদীরা শেখার ক্ষেত্রে কোন দিকের ওপর জোর দিয়ে থাকে ?

৩. শিক্ষাদান সম্পর্কে প্রয়োগবাদী দর্শনের বক্তব্য কি ?

পাঠ ২

শিক্ষাদানের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- ❑ শিক্ষাদানের মনোবিজ্ঞানভিত্তিক কয়েকটি বিশেষ নীতি উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নোবিজ্ঞানের উদ্ভব

প্রথম সিমেস্টারের শিক্ষামনোবিজ্ঞান বিষয়ক ইউনিটসমূহে আপনারা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, পরিধি, ববষয়বস্তু এবং শিক্ষকের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে জেনেছেন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবার পর থেকেই শিশুকে জানা এবং কিভাবে শিক্ষা দিলে শিশুর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে সে সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা শুরু হয়। এই কাজে সহায়তা করতে মনোবিজ্ঞান এগিয়ে আসে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে এ তাগিদ থেকেই।

র্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহ। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত জ্ঞানবলে শিক্ষার্থী যত বেশি সংখ্যক ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতে পারবে, জ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের ধারণা তত বেশি গভীর হবে। মনোবিজ্ঞানের এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিগুলোর উদ্ভব হয়েছে, যেখানে তিনটি বা চারটি ইন্দ্রিয় এক সাথে ব্যবহার করে পাঠ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

বিভিন্ন শিক্ষার্থী গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছা যে বিভিন্ন হয় অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছে মনোবিজ্ঞান। তাই সব শিশুর জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি যে একই রকম হলে চলে না এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দেবার এই সবেতনতা এসেছে মনোবিজ্ঞানের প্রভাবেই।

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও নোবিজ্ঞান

শিশু মন সব সময় সক্রিয় থাকে মনোবিজ্ঞান আমাদের এ ধারণা দান করে। শিশুর এই যে সব সময় কিছু না কিছু করার আগ্রহ, একে গঠনম লক কাজে লাগিয়ে শিক্ষাদান ব্রতী হলে অত্যন্ত কার্যকরী ফল পাওয়া যায়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলো গড়ে উঠেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন দিক থেকে মনোবিজ্ঞানের নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

মূর্ত থেকে অমূর্ত বিষয়ে জানা বা ধারণা লাভ

উদাহরণ প্রদান

অমূত ধারণা লাভ করতে হলে উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। সেই জন্য শিক্ষার্থীর সামনে প্রথমেই অম র্ত বিষয় বা ধারণা উপস্থাপিত না করে মূর্ত বিষয়কে অবলম্বন করে অমূর্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া উচিত। যেমন-'দেশপ্রেম' ধারণাটি শুধু বর্ণনার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা না করে দু'একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝতে সহজ হবে। তাছাড়া বিমূর্ত ধারণা উপস্থাপন করার সময় শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্কতাও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

সহজ থেকে জটিল বিষয়ে জানা বা ধারণা লাভ

শিক্ষার্থীর সামনে প্রথমে জটিল বিষয় বিষয় উপস্থাপন করা মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। এতে শিক্ষার্থীর অকৃতকার্যতার হার বাড়ে। এতে শিখন কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সহজতর বিষয়ে ধারণা জন্মানোর পরই জটিল বিষয় উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

জানা থেকে অজানা বিষয়ে অগ্রসর হওয়া

শিক্ষার্থীকে যা শেখানো হবে তা যদি তার পূর্বে আহরিত জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবেই শিক্ষার্থী তা সহজে শিখতে পারবে। যেমন-গুণ শেখাতে হলে শিক্ষার্থীর যোগ-বিয়োগ জানা আছে কিনা তা আগে জানা চাই। পরিবেশকে পরিচিত করে তুলতেও তাই শিশুর নিজের গৃহকোণ বা বিদ্যালয় থেকে শুরু করা প্রয়োজন।

নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্ট বিষয়ে জানা বা ধারণা লাভ

যে সব বিষয়বস্তুকে নির্দিষ্ট করে দেখানো বা বর্ণনা করা সম্ভব শিক্ষার্থীর সামনে প্রথমে সে সব বিষয়বস্তু সম্বন্ধেই বলা উচিত। তারপর সেগুলোর সাথে সম্বন্ধযুক্ত অনির্দিষ্ট বিষয়ের অবতারণা করতে হয়।

বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়া

প্রথমে বিশেষ বিশেষ উদাহরণ উপস্থাপন করে পর্যায়ক্রমে সূত্র গঠন করা শিক্ষার্থীর অপরিণত

চিন্ ধারার পক্ষে সহজ ও আয়াসহীন। উদাহরণস্বরূপ 'বিশেষ্য কাকে বলে' -প্রথমেই সে সংজ্ঞা না দিয়ে বিশেষ্যের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে পরে সংজ্ঞা তৈরি করাটাই মনোবিজ্ঞানসম্মত।

সমগ্র থেকে অংশ

আমরা যখন কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিখতে চাই তখন সম্পূর্ণ বিষয়টিকে আমরা সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করি। এই সত্য পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন গেস্টল্টবাদীরা। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটি প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে। শিক্ষণীয় বিষয়টির সমগ্র রূপটি প্রথমে শিক্ষার্থীর সামনে ধরলে সেটি সম্বন্ধে সে একটি ধারণা মনের মধ্যে গঠন করে নিতে পারে এবং তারপর যখন বিভিন্ন অংশগুলো পরপর তার সামনে তুলে ধরা হয় তখন সেগুলো বুঝতে তার বিশেষ সুবিধা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে কি বোঝায় ?

ক. শিশুরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী থেকে আসে
খ. বিভিন্ন শিশুর গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা বিভিন্ন
গ. ছেলে ও মেয়েতে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে
ঘ. পরিবেশ ভেদে শিশুর বিকাশধর্ম বিভিন্ন

২. আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিশুর ভূমিকা কি রকম হওয়া উচিত ?

ক. নিষ্ক্রিয় শ্রোতা
খ. পর্যবেক্ষক
গ. সক্রিয় অংশগ্রহণকারী
ঘ. আবিষ্কারক

৩। পাঠদানের কোন নীতিটি সব রকমের পাঠের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?

ক. মূর্ত থেকে অমূর্ত
খ. সহজ থেকে জটিল
গ. বিশেষ থেকে সামান্য
ঘ. অংশ থেকে সমগ্র

রচনামূলক প্রশ্ন

1. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক নীতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

2. 'সমগ্র থেকে অংশ' - এই মনোবৈজ্ঞানিক নীতির স্বপক্ষে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।

শিক্ষাদানের সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ❑ শিক্ষাদান পদ্ধতির সমাজবৈজ্ঞানিক ম লনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

শেখা ও শেখানোর কাজে ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রধান হলেও সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির ভূমিকা মুখ্য। ব্যক্তিজীবনের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে ও অর্থপূর্ণ করতে এবং ব্যক্তির উন্নতির জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন তেমনই সমাজের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যও শিক্ষা অপরিহার্য। সমাজবিজ্ঞানের মতে, এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তি বা দলের যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে তাকেই শিক্ষা বলা হয়। কিছু ব্যক্তি যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে তখন তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উন্মেষ ঘটে। পরস্পরের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার ফলে একের থেকে অন্যের মধ্যে চিন্তা ও অনুভূতির সঞ্চালন হয়ে থাকে। এই সঞ্চালনের ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় সমাজ বিজ্ঞানের মতে তা-ই শিক্ষা। তাছাড়া পারস্তরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ক যখন স্থায়ী রূপ নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলে তখনই গঠিত হয় সমাজ। যে সমাজে ব্যক্তির মেলামেশার সুযোগ যত বেশি এবং যে সমাজে দলগত সংগঠন যত বৈচিত্র্যময় সে সমাজে শিক্ষা তত কার্যকর ও সমৃদ্ধ। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের মূল কথা এই যে সমাজ ছাড়া শিক্ষা সম্ভব হয় না; শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া।

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া

শিক্ষার সাথে সমাজের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, আধুনিক শিক্ষাবিদেরা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তাই তাঁরা শিক্ষাদান পদ্ধতিকে এমনভাবে রূপায়িত করতে চান যা শিক্ষার্থীর সাথে সমাজের এবং সমাজের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করবে। শিক্ষাদান ব্যক্তির চাহিদা ও সামর্থ্য মোতাবেক হলেও শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকে সামাজিক করতে হবে। শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই আধুনিক শিক্ষাবিদেরা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার নীতি গ্রহণ করেছেন। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিগুলো প্রত্যক্ষ সামাজিক উপযোগিতা সম্পন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সক্রিয়তা আনে। এই সব কাজ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করে। ফলে সমাজে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে মানসিক দূরত্ব কমে আসতে থাকে।

শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণ

মানুষ সামাজিক জীব। প্রতিটি মানুষের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই সমাজ গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে আমরা যেভাবে গড়ে উঠেছি তা সমাজেরই প্রভাবে। সমাজের আশ্রয় ও স্বীকৃতি ছাড়া আমাদের পক্ষে সার্থকভাবে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই টিকে থাকার জন্য সমাজের সাথে ব্যক্তির সঙ্গতি বিধান প্রয়োজন। শিক্ষার্থী তথা ব্যক্তির সঙ্গতি বিধানে সহায়তা করার দায়িত্ব অনেকখানিই বর্তায় শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর। প্রতিটি ব্যক্তিকে জীবিকা অর্জনে সমর্থ করে তোলা, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালনে সচেতন করে তোলা, সমাজ স্বীকৃত আচার-ব্যবহার এবং নৈতিক মান বজায় রাখার মত জ্ঞানবুদ্ধি, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সাহায্য করা শিক্ষার দায়িত্ব বলে সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন। বর্তমানের কারিগরি এবং শিল্পোন্নতির যুগে বিশেষ

সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সংগতিবিধান

করে অগ্রসরমান ও পরিবর্তনশীল জগতে শিক্ষার্থীর উত্তরজীবনের বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখেই শিক্ষাদান কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত।

কর আকাংক্ষিত ভূমিকা

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকলেও সমাজবিজ্ঞানের প্রভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষকের ভূমিকা এখন দাতা ও নিয়ন্ত্রকের নয় বরং তিনি হচ্ছেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, দার্শনিক ও নির্দেশক। শিক্ষার্থীকে সমাজের অঙ্গ অর্থাৎ একজন সক্রিয় ও উপকারী সদস্য হিসেবে মেনে নিয়ে শিক্ষক এখন ভাবের আদান-প্রদানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মধ্যে একদিকে যেমন সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি আস্থা থাকবে, তেমনি অন্যদিকে এসব নীতিকে ও উত্তরাধিকারকে যথাযোগ্য সামাজিক পরিস্থিতিতে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চালিত করার কৌশল তাঁর জানা থাকবে। পদ্ধতি প্রয়োগের এই পরিবর্তন শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে।

- শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।
- শিক্ষার মাধ্যমেই শিশু সামাজিক গুণাবলী অর্জন করে।
- শিক্ষার্থী সমাজেরই একজন সক্রিয় সদস্য।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্ধু, দার্শনিক ও নির্দেশক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. সমাজবিজ্ঞানের মতে শিক্ষার স্বরূপ কি ?

ক. ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া
খ. সামাজিক প্রক্রিয়া
গ. একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া
ঘ. উপরের খ ও গ

২. শিক্ষার কোন নীতি শিক্ষার্থীকে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে ?

ক. ব্যক্তিবৈষম্যের নীতি
খ. সামগ্রিকতার নীতি
গ. কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি
ঘ. উপরের সবগুলো

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

1. শিক্ষাদানের মনোবৈজ্ঞানিক নীতিগুলো ব্যাখ্যা করুন।
2. প্রকৃতিবাদ কি ? প্রকৃতিবাদ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতিতে সমর্থন করে ?
3. শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে একটি আলোচনা লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

1. শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী দর্শনের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।
2. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক নীতিসমূহ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।
3. "শিক্ষানীতি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া" - আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ইউনিট -১

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -১

১। ক ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২

১। খ ২। গ ৩। খ

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৩

১। ঘ ২। গ